আক্বিদার পরিচয়- বিষয়বস্তু এবং গুরুত্ব

আরিফুল ইসলাম

সূচিপত্র

- ❑ আকিদার শাব্দিক পরিচয়
- ❑ আকিদার পারিভাষিক পরিচয়
- ❑ ইসলামী আকীদার সংজ্ঞা
- ❑ আক্বিদার বিষয়বস্তু
- ❑ আক্বিদার গুরুত্ব

FEBRUARY 2, 2020
ISLAMIC ONLINE MADRASAH

আকিদার শাব্দিক পরিচয়

كلمة "عقيدة" مأخوذة من العقد والربط والشدّ بقوة، ومنه الإحكام والإبرام، والتماسك والمراصة.

(العقيدة) আকিদা শব্দটি একটি আরবি শব্দ। 'আকদুন' মূলধাতু থেকে গৃহীত বা উৎপন্ন। এর শাব্দিক অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা বা শক্ত হওয়া ইত্যাদি।

[বায়ানু আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, ১/৪]

- আরবী ভাষাবিদ ইবনু ফারিস এই শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, **(ع-ق-د)**আইন, ক্বাফ ও দাল- ধাতুটির মূল অর্থ একটিই। আর তা হলো- দৃঢ়করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর করা। শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত। **[আল-মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৩৫ হি)]**

আকিদার পারিভাষিক পরিচয়

- মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে তাকেই আকিদা বলা হয়। **(আল মিসবাহুল মুনীর)**
- মানুষ যে বিশ্বাষের সাথে নিজের অন্তরকে বেধেঁ ফেলে। এবং সন্দেহাতীতভবে সে তা বিশ্বাষ করে সেটাই হচ্ছে তার আক্বীদা

ইসলামী আকীদার সংজ্ঞা

العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاء في القرآن الكريم، والسنة الصحيحة من أصول الدين، وأموره، وأخباره.

শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামি আকিদা হচ্ছে, মহান আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেস দিবস তথা মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় বিষয় ও তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি এবং আল-কুরআনুল হাকিম ও সহিহ হাদিসে উল্লেখিত দীনের সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতি অন্তরের সুদৃঢ় মজবুত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের নাম আকিদা। **[রিসালাতুম শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ফিল আকিদা, ৭/২]**

স্বভাবতই ইলমুল আকীদার আলোচনা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

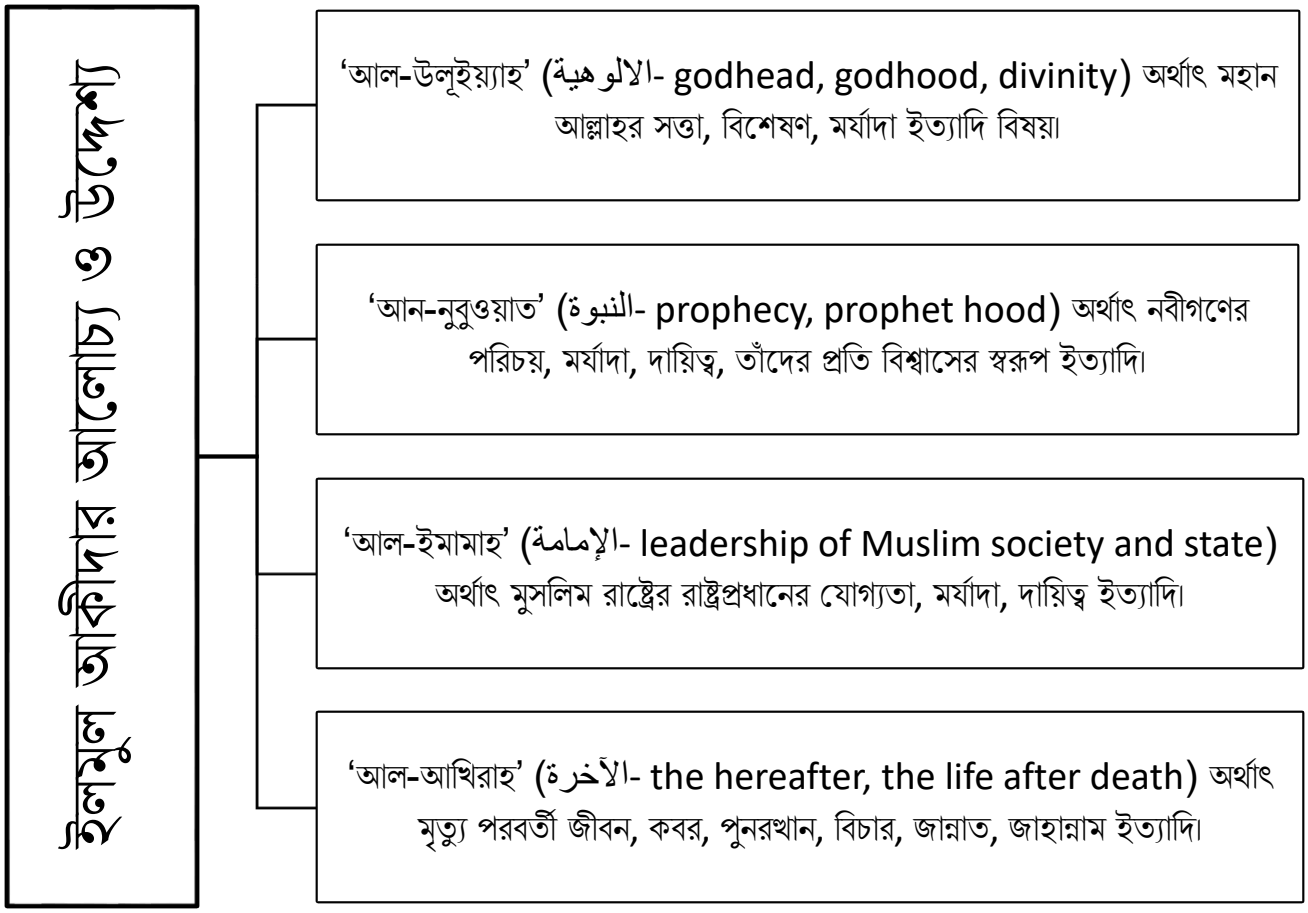

আকীদা বিষয়ক সকল আলোচনাই মূলত এগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

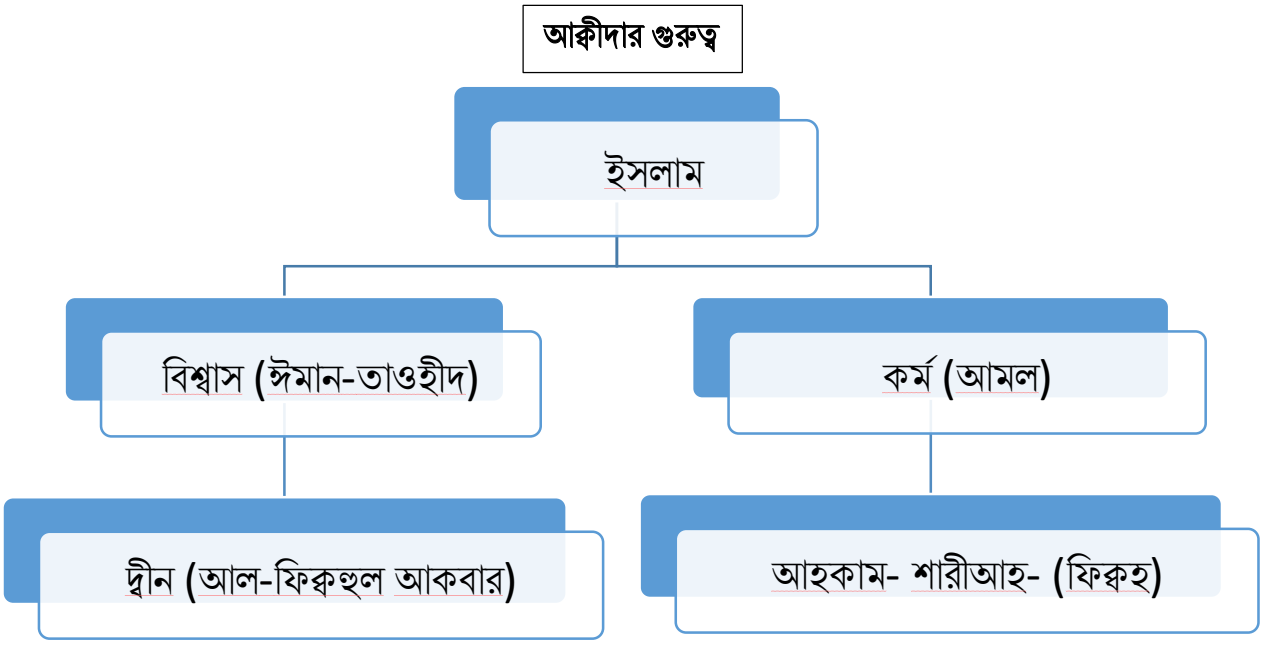

ইসলামী আকীদার গুরুত্ব

ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনিভাবে সকল ইসলামী ইলম বা জ্ঞানের মধ্যে ঈমান বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

- জাগতিক সাফল্য ও আখিরাতের মুক্তির মূল ভিত্তি বিশুদ্ধ বিশ্বাস। মানুষের মন ও বিশ্বাস-ই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে এবং মানবতার পূর্ণতায় উপনীত হতে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের অপরিহার্যতা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা থেকে সুস্পষ্ট যে, **বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার উপরেই মানুষের মুক্তির মূল ভিত্তি। আর এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা ইলমুল আকীদার নামকরণ করেছেন: 'আল-ফিকহুল আকবার' বা শ্রেষ্ঠতম ফিকহ। বিশ্বাস-জ্ঞানকে "শ্রেষ্ঠতম ফিকহ" নামকরণের মাধ্যমে ইমাম আযম বুঝিয়েছেন যে, ফিকহ বা ধর্মীয় জ্ঞানের যত শাখা রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা ও দীনী ইলমের শ্রেষ্ঠতম বিষয় ঈমান বিষয়ক জ্ঞান।** তিনি নিজেই এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। "আল-ফিকহুল আবসাত" পুস্তিকাটির শুরুতে আবূ মুতী বালখী (১৯৯ হি) বলেন:-

"আমি আবূ হানীফা নমুান ইবন সাবিতকে "আল-ফিকহুল আকবার" (শ্রেষ্ঠতম ফিকহ) সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন: তা এই যে, তুমি কোনো আহল কিবলাকে পাপের কারণে কাফির বলবে না, কোনো ঈমানের দাবিদারের ঈমানের দাবি অস্বীকার করবে না, তুমি ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায়ের

নিষেধ করবে, তুমি জানবে যে, তোমার উপর যা নিপতিত হয়েছে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো পথ ছিল না এবং তুমি যা পাও নি তা পাওয়ার ছিল না। রাসলূল্লাহ (সা.)-এর কোনো সাহাবীর প্রতি অবজ্ঞা-অভক্তি প্রকাশ করবে না, তাঁদের কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে ভালবাসবে না, এবং উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর বিষয় আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করবে।

- ‘ফিকহ’ শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী বিধিবিধানের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে ‘ফিকহ’ বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, ***শরীয়তের আহকাম বা বিধিবিধান বিষয়ক ফিকহ শিক্ষা করার চেয়ে দীনের বিশ্বাস বিষয়ক ফিকহ অর্জন করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।*** তিনি বলেন:

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "الفقه في الدين - يعني هذه المرتبة - أفضل من الفقه في الأحكام ...قلت فأخبرنى عن أفضل الفقة: قال أبو حنيفة : أن يتعلم الرجل الايمان بالله تعالى والشرائع والسنن والحدود واختلاف الامة واتفاقها...

“দীন বিষয়ে জ্ঞানার্জন আহকাম বিষয়ে জ্ঞানার্জনের চেয়ে উত্তম। .... আমি বললাম: তাহলে আপনি আমাকে ফিকহের উত্তম বিষয় সম্পর্কে বলুন। আবূ হানীফা বলেন: শেষ্ঠ্র ফিকহ এই যে, মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান শিক্ষা করবে, শরীয়তের বিধিবিধান, সুন্নাত, সীমারেখা এবং উম্মাতের মতভেদ ও ঐকমত্য শিক্ষা করবে।” (আল ফিকহুল আবসাত; ইমাম আবু হানীফা রাহি. পৃ ৪১)

এখানে ইমাম আযম দীন ও আহকামের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। দীন হলো বিশ্বাস ও তাওহীদের নাম, পক্ষান্তরে আহকাম ও শরীয়াহ কর্ম বিষয়ক বিধানাবলির নাম। বিভিন্ন নবী ও রাসলূকে আল্লাহ বিভিন্ন শরীয়াহ দিয়েছেন, তবে সকলের দীন এক ও অভিন্ন।

ইসলামী আকীদা অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি..

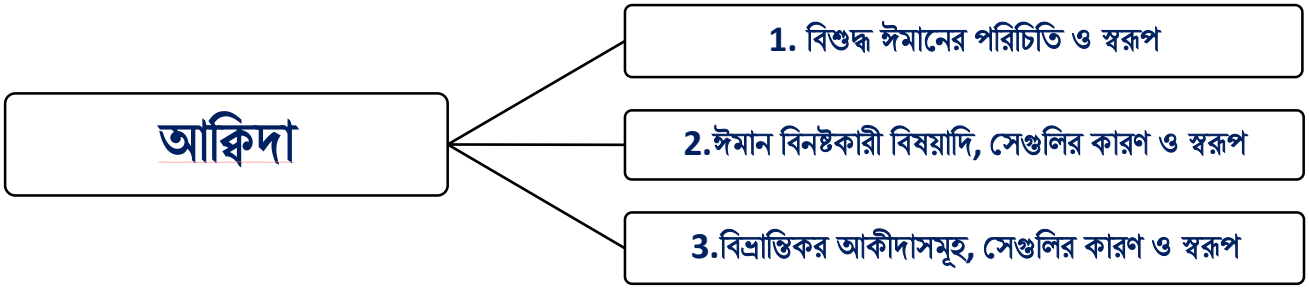

মূলত একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়গুলি বিষদভাবে অবগত হওয়া তার দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য অপরিহার্য।

বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব

সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি। মহানবী ﷺ নবী হবার পরে মক্কায় সুদীর্ঘ তের বছর থাকাকালীন লোকদের সালাত ও যাকাত, রোযা ও হাজ্জ এবং জিহাদ প্রভৃতি পালন করার আর সুদ ও ব্যাভিচার এবং মদ ও জুয়া ত্যাগ করার নির্দেশ দেবার আগেই আক্বীদাহ বিশুদ্ধ করার এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করার তাগিদ দিতে থাকেন। আর এই পদ্ধতীতেই সাহাবীরা গড়ে উঠেছেন।

এক যুবক সাহাবী জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা নবী ﷺ এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা নব যুবক ছিলাম। তাই আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখতাম। তারপরে আমরা কুরআন শিখতাম। ফলে ওর কারণে আমাদের ঈমান বেড়ে যেত। (ইবনে মাজাহ)

এই পদ্ধতীতেই রাসূল ﷺ তার সাহাবীদের গড়ে তুলেছেন: প্রথমে ঈমান এরপর কুরআন। আর ঠিক একই সুরে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আগে দ্বীন সম্পর্কে বুঝ (অর্থাৎ তাওহীদ) এরপর শরীয়াহ সম্পর্কে বুঝ। ঈমানের বিশ্বাসকে সর্বপ্রথম সঠিক করতে হবে এরপর দ্বীন ইসলামের সকল দিকের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে। ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর সামনে গলদ ঈমান(অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী না বুঝে নতুন উদ্ভাবিত পন্থায় ঈমান বুঝা) নিয়ে দাড়ানোর চাইতে শিরক ব্যতীত সকল গুণাহ নিয়ে দাড়ানো উত্তম।

- **আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত বিশুদ্ধ শির্ক-কুফরমুক্ত ঈমান।** কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (17:19)

- **দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত ও বরকত অর্জনের এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত পবিত্র জীবন লাভের শর্ত হলো সঠিক ঈমান।** আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত। (16:98)

- **দুনিয়াতে সার্বিক বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য প্রথমত সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হতে হবে। অতঃপর আল্লাহকে ভয় করে সৎ জীবন যাপন করতে হবে। আর কুফরী বা অবিশ্বাসের শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি।** পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামত সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে। (7:96)

- **আল্লাহর বন্ধুত্ব ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রথম ধাপই বিশুদ্ধ ঈমান। আল্লাহ বলেন:**

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। (10:62)

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের গুরুত্ব

- এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয়: প্রথমত, যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও বিস্তারিত বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য ওহীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি, আরকান ইত্যাদি বিস্তারিত অবগত হওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, যে, ঈমান অর্জনের ন্যায় সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে অনেক জাতিই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানী হেদায়াত ও ঈমান লাভ করেছে। কিন্তু তারা তা সংরক্ষণ করতে পারে নি। বরং বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ জানা মুমিনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।
- কুরআন কারীমের ইহূদী, খৃস্টান, আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরা সকলেই নিজদেরকে খাটি মুমিন বলেই দাবি ও বিশ্বাস করত। তার মুহাম্মাদ সা. -এর দীনকেই বিভ্রান্তি ও পুর্বপুরুষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত খাঁটি ধর্মের ব্যতিক্রম বলে মনে করত। অথচ তারা সকলেই ঈমান বিনষ্টকারী শিরক, কুফর ইত্যাদির মধ্যে লিপ্ত ছিল। তারা অনেক নেককর্ম করত এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করত। কিন্তু ঈমান-বিনষ্টকারী বিষয়াদিতে বা শির্ক-কুফরে লিপ্ত থাকা অবস্থায় এ সকল কর্ম কখনোই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য মহানআল্লাহবলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের পতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (৩৯:৬৫)

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৫;৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। (৪:৪৮)

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। এজন্য ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলির কারণ ও পূর্ববর্তী উম্মাতগুলির বিভ্রান্তির কারণ ও প্রেক্ষাপট অবগত হওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। অন্যথায় শয়তানের প্ররোচনায় অর্জিত ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।